সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
✦	জ্ঞানচক্ষু	আশাপূর্ণা দেবী	১
✦	অসুখী একজন	পাবলো নেরুদা	৬
✦	আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি	শঙ্খ ঘোষ	১১
✦	আফ্রিকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭
✦	হারিয়ে যাওয়া কালি কলম	শ্রীপান্থ	২৩
✦	বহুরূপী	সুবোধ ঘোষ	২৭
✦	অভিষেক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩২
✦	সিরাজদ্দৌলা	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৩৯
✦	প্রলয়োল্লাস	কাজী নজরুল ইসলাম	৪৬
✦	পথের দাবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫১
✦	সিন্ধুতীরে	সৈয়দ আলাওল	৫৭
✦	অদল বদল	পান্নালাল প্যাটেল	৬২
✦	অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান	জয় গোস্বামী	৬৭
✦	বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান	রাজশেখর বসু	৭২
✦	নদীর বিদ্রোহ	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮
✦	কোনি	মতি নন্দী	৮৪
✦	কারক ও অ-কারক সম্পর্ক		৯০
✦	সমাস		৯৭
✦	বাক্য		১০২
✦	বাচ্য		১০৯
✦	প্রবন্ধ রচনা		১১২
✦	বঙ্গানুবাদ		১২৪
✦	সংলাপ রচনা		১২৬
✦	প্রতিবেদন রচনা		১৩২

✦ এই বইয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব বিষয়টি হল, এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পেয়ে যাবে একজন **Digital Private Tutor**। এই বইয়ের সাথে যে স্মার্ট কার্ডটি ছাত্রছাত্রীরা পাবে, সেই কার্ডে থাকা কোড-এর মাধ্যমে **Learning App**-এর এই সাবজেক্টের ভিডিয়ো ক্লাসগুলি তারা দেখার সুযোগ পাবে। যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি টপিক, গ্রাফিক্স-অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে বুঝিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অর্থাৎ এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকছেন একজন **Digital Private Tutor**।

✦ এই বইয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণ হল অধ্যায়ভিত্তিক **Mock Test** দেওয়ার সুযোগ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে ওই অধ্যায়ের উপর ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রশ্নপত্র পাবে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে **Learning App**-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের **Model Answer** ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে **Call** করো এই নম্বরে— **9903985050**

বাংলা

প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য অধ্যায়ভিত্তিক ছোটো ছোটো ভিডিয়ো ক্লাসের আকারে বইয়ের বিষয়গুলি সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে এই **Learning App**-এ। ঝকঝকে গ্রাফিক্স, দুর্দান্ত অ্যানিমেশন, সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভরসা। সম্পূর্ণ গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভাষা থেকে বিজ্ঞান, অঙ্ক থেকে ইতিহাস, ভূগোল সমস্ত বিষয়ের সিলেবাসভিত্তিক জ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের কাছে তাই এই **Learning App** হল অনলাইন শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ অ্যাপ। সপ্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো নম্বর ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	TOPICS	Duration
জ্ঞানচক্ষু	১	প্রাক্‌কথন	04 : 33 Mins
	২	লেখক পরিচিতি ও গল্পের বিষয়বস্তু	03 : 58 Mins
	৩	তপন ও নতুন মেসোমশাইয়ের চরিত্র	04 : 54 Mins
	৪	তপনের ছোটো মাসির চরিত্র, নামকরণের সার্থকতা ও ছোটোগল্প হিসেবে সার্থকতা	06 : 59 Mins
অসুখী একজন	১	ভূমিকাংশ	03 : 11 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা-১	08 : 50 Mins
	৩	কবিতার ব্যাখ্যা-২	09 : 31 Mins
	৪	নামকরণের সার্থকতা বিচার	05 : 54 Mins
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি	১	ভূমিকা ও কবি পরিচিতি	07 : 09 Mins
	২	কবিতার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা	10 : 37 Mins
	৩	কবির সমাজ সচেতনতা, যুদ্ধবিরোধী কবিতা, নামকরণের সার্থকতা বিচার	02 : 52 Mins
আফ্রিকা	১	ভূমিকাংশ	06 : 34 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা-১	08 : 21 Mins
	৩	কবিতার ব্যাখ্যা-২	13 : 35 Mins
	৪	নামকরণের সার্থকতা বিচার, কবিতায় প্রতিফলিত মানবপ্রেম, যুদ্ধবিরোধী কবিতা	03 : 54 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	TOPICS	Duration
হারিয়ে যাওয়া কালি কলম	১	ভূমিকাংশ ও লেখক পরিচিত	04 : 59 Mins
	২	কলমের বিবর্তন কথা	08 : 04 Mins
	৩	কালি ও দোয়াতের বিবর্তন কথা	04: 52 Mins
	৪	লিপিকর ও বিখ্যাত ব্যাক্তিদের প্রসঙ্গ	06 : 08 Mins
বহুরূপী	১	ভূমিকা-সারাংশ	03 : 47 Mins
	২	হরিদা ও জগদীশ বাবুর চরিত্র	05 : 30 Mins
	৩	নামকরণের সার্থকতা বিচার ও ছোটোগল্প হিসেবে সার্থকতা বিচার	06: 22 Mins
অভিষেক	১	ভূমিকাংশ	08 : 41 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা-১	08 : 48 Mins
	৩	কবিতার ব্যাখ্যা-২	10 : 37 Mins
	৪	কবিতার ব্যাখ্যা-৩	07 : 56 Mins
	৫	মেঘনাদের চরিত্র	06 : 56 Mins
	৬	রাবণের চরিত্র	05 : 12 Mins
	৭	নামকরণের সার্থকতা বিচার	03 : 55 Mins
সিরাজদ্দৌলা	১	ভূমিকাংশ ও লেখক পরিচিতি	09 : 31 Mins
	২	সিরাজদ্দৌলার নাটক	24 : 46 Mins
	৩	সিরাজদ্দৌলার চরিত্র	10 : 18 Mins
	৪	জগৎ শেঠ ও মীরজাফরের চরিত্র	10: 46 Mins
	৫	ওয়াটস, রাজবল্লভ, মীরমদন ও মোহনলালের চরিত্র	08 : 10 Mins
	৬	ঘসেটি বেগম ও লুৎফার চরিত্র	07 : 38 Mins
	৭	সংলাপ ও নামকরণের সার্থকতা বিচার, নাটকে প্রতিফলিত জাতীয়তাবাদ	06 : 58 Mins
প্রলয়োল্লাস	১	ভূমিকাংশ	05 : 55 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা-১	10 : 10 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	TOPICS	Duration
	৩	কবিতার ব্যাখ্যা-২	10 : 13 Mins
	৪	কবিতার পটভূমি, কবির স্বদেশ ভাবনা, নামকরণের সার্থকতা বিচার	06 : 36 Mins
পথের দাবী	১	ভূমিকা—সারাংশ	05 : 07 Mins
	২	গিরিশ মহাপাত্র ও রামদাস তালোয়ারকারের চরিত্র	04: 47 Mins
	৩	অপূর্ব ও নিমাই বাবুর চরিত্র	03: 00 Mins
	৪	নামকরণের সার্থকতা বিচার ও 'পথের দাবী' গল্পে প্রতিফলিত স্বদেশ ভাবনা	06: 35 Mins
সিন্ধুতীরে	১	ভূমিকাংশ	05 : 39 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	12 : 13 Mins
	৩	পদ্মার চরিত্র, সৈয়দ আলাওলের কবি প্রতিভা, নামকরণের সার্থকতা বিচার	07 : 40 Mins
অদল বদল	১	ভূমিকাংশ—সারাংশ	04 : 12 Mins
	২	অমৃত ও ইসাবের চরিত্র	04 : 27 Mins
	৩	অমৃতের মা ও ইসাবের বাবার চরিত্র	03 : 45 Mins
	৪	নামকরণের সার্থকতা বিচার ও ছোটোগল্প হিসেবে সার্থকতা বিচার	04 : 50 Mins
অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান	১	ভূমিকাংশ	05 : 32 Mins
	২	কবিতার ব্যাখ্যা	09 : 53 Mins
	৩	নামকরণের সার্থকতা বিচার, যুদ্ধবিরোধী কবিতা, মানবতাবাদী কবিতা	04 : 40 Mins
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান	১	ভূমিকাংশ ও লেখক পরিচিতি	04 : 25 Mins
	২	বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পাঠক কারা, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রতিবন্ধকতা	08 : 12 Mins
	৩	বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সমস্যার সমাধানের উপায়	05 : 58 Mins
নদীর বিদ্রোহ	১	ভূমিকা	04 : 35 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	TOPICS	Duration
	২	নদের চাঁদের চরিত্র	04 : 10 Mins
	৩	নামকরণের সার্থকতা বিচার ও ছোটোগল্প হিসেবে সার্থকতা বিচার	05 : 53 Mins
কোনি	১	লেখক পরিচিতি ও উপন্যাসের ভূমিকা	06 : 21 Mins
	২	কোনি চরিত্র	09 : 33 Mins
	৩	ক্ষিতীশ সিংহের চরিত্র	09 : 07 Mins
	৪	অপ্রধান চরিত্রসমূহ	12 : 37 Mins
	৫	নামকরণের সার্থকতা বিচার	06 : 45 Mins
কারক ও অ-কারক সম্পর্ক	১	কারক—ভূমিকাংশ	05 : 05 Mins
	২	বিভক্তি ও নির্দেশক	05 : 15 Mins
	৩	অনুসর্গ	05 : 30 Mins
	৪	কর্তৃ কারক—১	04 : 58 Mins
	৫	কর্তৃ কারক—২	07 : 30 Mins
	৬	কর্ম কারক	09 : 19 Mins
	৭	করণ কারক	08 : 47 Mins
	৮	নিমিত্ত কারক	03 : 46 Mins
	৯	অপাদান কারক	07 : 12 Mins
	১০	অধিকরণ কারক	06 : 25 Mins
	১১	অকারক সম্পর্ক	06 : 50 Mins
সমাস	১	ভূমিকা, সমাস ও সন্ধির পার্থক্য	06 : 08 Mins
	২	সমাসবদ্ধ পদ ও অন্যান্য	03 : 28 Mins
	৩	কর্মধারয় সমাস	11 : 16 Mins
	৪	তৎপুরুষ সমাস-১	07 : 03 Mins
	৫	তৎপুরুষ সমাস-২	06: 18 Mins
	৬	দ্বন্দ্ব সমাস	04 : 53 Mins
	৭	বহুব্রীহি সমাস	09 : 10 Mins
	৮	দ্বিগু ও নিত্য সমাস	04 : 38 Mins
	৯	অলুক ও বাক্যাশ্রয়ী সমাস, অব্যয়ীভাব সমাস	06 : 44 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP			
Chapter	**Sl. No.**	**TOPICS**	**Duration**
বাক্য	১	বাক্য কী, বাক্য নির্মাণের শর্ত	06 : 05 Mins
	২	উদ্দেশ্য ও বিধেয়	10 : 29 Mins
	৩	বিশেষ্য খণ্ড, ক্রিয়া খণ্ড, ক্রিয়া বিশেষণ খণ্ড	08 : 53 Mins
	৪	বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ, সরল বাক্য	06 : 09 Mins
	৫	জটিল বাক্য	09 : 06 Mins
	৬	যৌগিক বাক্য	04 : 45 Mins
	৭	মিশ্র বাক্য	04 : 29 Mins
	৮	বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ (নির্দেশক বাক্য, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, প্রশ্নসূচক বাক্য)	10 : 00 Mins
	৯	বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ (প্রার্থনাসূচক বাক্য, সন্দেহবাচক বাক্য, আবেগসূচক বাক্য, শর্তসাপেক্ষ বাক্য)	06 : 04 Mins
বাচ্য	১	প্রাক্‌কথন, কর্তৃবাচ্য	09 : 46 Mins
	২	কর্মবাচ্য	13 : 50 Mins
	৩	ভাববাচ্য, কর্ম-কর্তৃবাচ্য	06 : 58 Mins
	৪	বাচ্য পরিবর্তন—অনুশীলনী	09 : 10 Mins
প্রবন্ধ রচনা		প্রবন্ধ রচনা	13 : 24 Mins
বঙ্গানুবাদ		বঙ্গানুবাদ	08 : 49 Mins
সংলাপ রচনা		সংলাপ রচনা	07 : 40 Mins
প্রতিবেদন রচনা		প্রতিবেদন রচনা	07 : 37 Mins

অধ্যায়ভিত্তিক ভিডিও সহায়িকা

কী আছে এই ভিডিও সহায়িকায়? আছে প্রত্যেকটি অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের আলোচনা। পরীক্ষায় প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে যা যা প্রশ্ন আসতে পারে সেই সমস্ত ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করা হয়েছে এই ভিডিও সহায়িকায়। শুধু তাই না, ছাত্রছাত্রীদের যাতে না বুঝে মুখস্থ করতে না হয়, তাই সঙ্গে থাকছে প্রত্যেকটি প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাখ্যা। এইসব অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে যাবে আমাদের অ্যাপের ভিডিও সহায়িকা বিভাগে। আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দাবি পরীক্ষায় এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। স্মার্ট বুকের মধ্যে থাকা কোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের অ্যাপের এই ভিডিও সহায়িকা ব্যবহার করতে পারবে।

ভিডিও সহায়িকা পাওয়া যাবে অ্যাপের হোম পেজেই

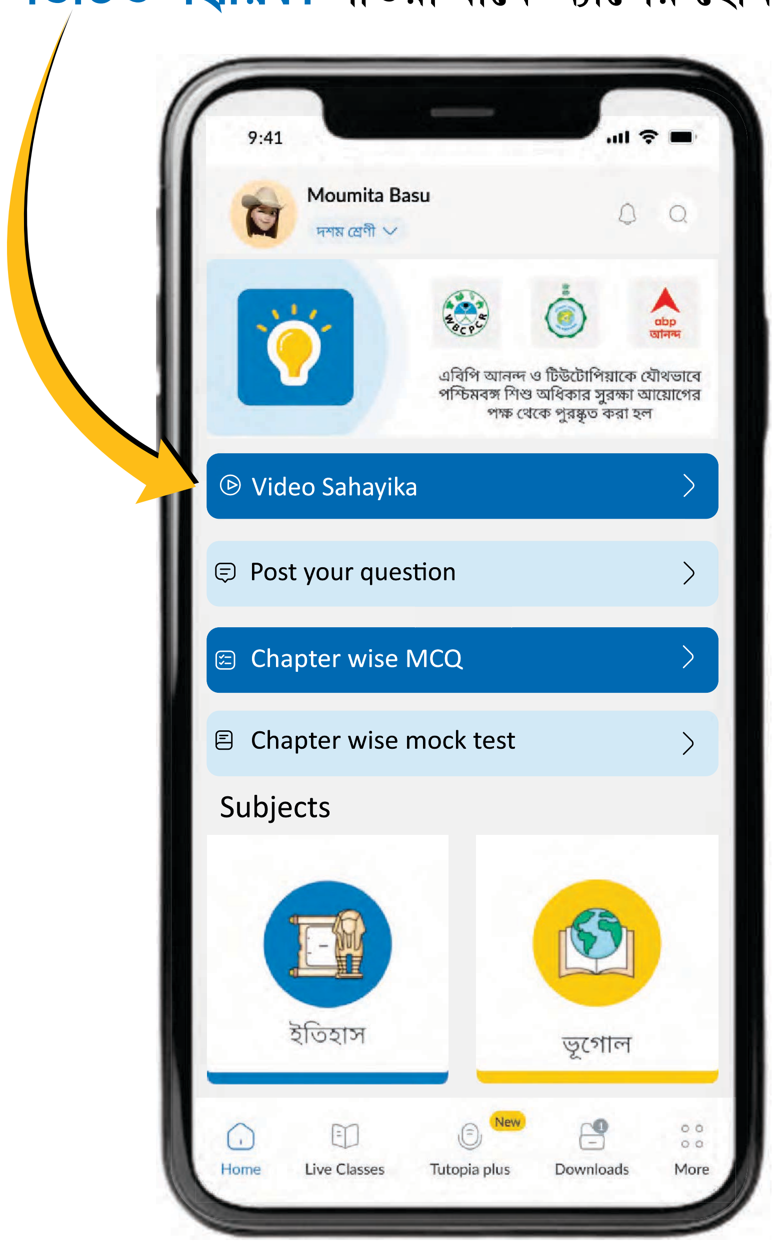

জ্ঞানচক্ষু

আশাপূর্ণা দেবী

লেখক পরিচিতি

- ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি উত্তর কলকাতায় আশাপূর্ণা দেবী জন্মগ্রহণ করেন।
- 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেন 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার।
- ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

উৎস

আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের উৎস হল লেখিকার 'কুমকুম' নামক ছোটোগল্পের সংকলন।

সারসংক্ষেপ

'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর নিজের বর্ণনায় লেখা। তিনি পুরো গল্পটা নিজেই বর্ণনা করে গেছেন। গরমের ছুটিতে তপনের ছোটো মাসির বিয়ে। মামার বাড়িতে এসে রয়েছে তপন। বিয়ের পর নতুন অধ্যাপক মেসোমশাই গরমের ছুটিতে শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। সেখানেই তপনের সঙ্গে নতুন মেসোর সাক্ষাৎ। তপন শুনে অবাক হয় তার নতুন মেসো নাকি সাহিত্যিক। সাহিত্যিকেরা যে সাধারণ মানুষের মতোই হন, তাঁরাও যে আর পাঁচজন মানুষের মতোই জীবনধারণ করেন এ তথ্য তপন জানত না। লেখক বা সাহিত্যিকেরা যে আকাশ থেকে পড়া কোনো জীব নয়, নতুন মেসোকে দেখে তপনের সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তপনের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। সে বুঝতে পারে যে, সাহিত্যিক বা লেখকেরাও তার বাড়ির অন্যান্যদের মতো জলজ্যান্ত সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষ যে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারে, এ সত্য জানার পর তপনেরও গল্প লিখতে ইচ্ছে করে। গ্রীষ্মের নির্জন দুপুরে মামারবাড়ি যখন নিস্তব্ধ ঠিক তখন হোমটাস্কের খাতায় তপন লিখে ফেলে আস্ত একটা গল্প। তিনতলার গোপন নিরুপদ্রব সিঁড়িতে উঠে গিয়ে তপনের হাতে সৃষ্টি হয় তার লেখা প্রথম গল্প 'প্রথম দিন', বিষয়বস্তু হল, বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির বিবরণ।

গল্প লিখে তপন নিজেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার আনন্দ আর ধরে না। তপন ছুটে যায় তার চিরকালের বন্ধু নববিবাহিতা ছোটো মাসির কাছে। জানায় তার প্রথম গল্প লেখার কথা। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে ছোটোমাসি সে গল্প নিয়ে ছোটেন তাঁর সাহিত্যিক স্বামীর কাছে, যিনি তপনের নতুন মেসোমশাই। মেসো তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানান যে, তপনের গল্প ভালোই হয়েছে। তার লেখার হাতও বেশ ভালো। তবে যদি একটু কারেকশন বা সংশোধন করে নেওয়া যায় তবে অনায়াসেই তা পত্রিকায় ছাপা যেতে পারে।

এই কথা শুনে তপনের আনন্দ আর ধরে না। সাহিত্যিকের কাছে তার লেখা গল্প প্রশংসিত হয়েছে ভেবে সে আহ্লাদে কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়। দ্রুত এ সুখবর মামারবাড়িতে সবার কাছে পৌঁছে যায়। তপনকে সকলে ডাকতে শুরু করে সাহিত্যিক, কথাশিল্পী হিসেবে। মেসো জানিয়ে যান তিনি সুপারিশ করলে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সম্পাদক তপনের গল্পটা ছাপার ব্যাপারে না করতে পারবেন না। তিনি গল্পটা নিয়ে যান 'সন্ধ্যাতারা'য় মুদ্রণের জন্য।

উৎসাহে তপন গরমের ছুটিতে হোমটাস্ক ফেলে দু-তিনটে গল্প লিখে ফেলে আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে মেসোর প্রতিশ্রুতি কবে ফলপ্রসূ হবে এই আশায়। গরমের ছুটি ফুরিয়ে এল তবু মেসোর পক্ষ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। তপন বিষণ্ণচিত্তে অপেক্ষা করে থাকে।

অবশেষে ঘটে প্রতীক্ষার অবসান। ছোটোমাসি আর মেসো এলেন বেড়াতে, সঙ্গে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার একটি সংখ্যা। তপনের আশা পূরণ হয়। তার গল্প প্রকাশ পেয়েছে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায়, তার পুরো নামসহ। তপনের আনন্দ আর ধরে না, বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায় তপনের মুদ্রিত গল্পটিকে কেন্দ্র করে।

মায়ের অনুরোধে লজ্জা ভেঙে তপন স্বকণ্ঠে মুদ্রিত গল্পটি পাঠ করতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পরেই তপন অবাক হয় এ কার লেখা পড়ছে সে! গল্পের প্রতিটি লাইন যেন নতুন, তপনের লেখা তো নয়। তপন বোঝে তার সাহিত্যিক মেসো গল্পের ওপর এত কারেকশনের কলম চালিয়েছেন, এত সংশোধন করেছেন যে তপনের লেখা সেখান থেকে হারিয়ে গেছে। তপনের লেখা গল্পটি 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় মুদ্রণযোগ্য করে তোলার জন্য মেসোমশাই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা এত বেশি গল্পের ওপর প্রয়োগ করেছেন যে তাতে তপনের লেখা হারিয়ে গেছে। তপনের লেখার গুণে নয়, সাহিত্যিক মেসোর কৃপা আর প্রতিভার জোরে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় তপনের লেখা মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। চোখে জল আসে তপনের, এ দুঃখ, এই অপমান সে আর সহ্য করতে পারে না।

সাধ করে তপন তার প্রথম গল্প মেসোকে দিয়েছিল পত্রিকায় ছাপতে। তার এহেন পরিণতি তপনকে বেদনা ভারাক্রান্ত করে তোলে। সে ভাবে তার নিজের কাঁচা লেখা তা সে ভালো হোক বা মন্দ এবার থেকে তপন নিজে গিয়ে ছাপতে দেবে। কেউ যেন কখনও না বলতে পারে অন্যের দয়ার জোরে তার লেখা ছাপা হয়েছে। পত্রিকার পাতায় সে নিজের লেখা দেখতে চায়, অন্য কারোর নয়।

বিশেষ শব্দার্থ

- **জ্ঞানচক্ষু:** অন্তর্দৃষ্টি।
- **কারেকশন:** সংশোধন করা।
- **জহুরি:** জহর (রত্ন) প্রস্তুতকারী।
- **অলৌকিক:** পৃথিবীতে ঘটে না এমন, যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।
- **আনকোরা:** সম্পূর্ণ নতুন, পূর্বে যা অব্যবহৃত।
- **অ্যাক্সিডেন্ট:** দুর্ঘটনা।
- **কথাশিল্পী:** যাঁরা কথা দিয়ে শিল্প রচনা করেন (যেমন কবি, সাহিত্যিক)।
- **টুকলিফাই:** নকল।
- **পায়াভারী:** সৌভাগ্যের কারণে অহংকারী।
- **মুরুব্বি:** নেতা বা কর্তা ধরনের ব্যক্তি।
- **শোরগোল:** হইচই।

Special Tips

- প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও আশাপূর্ণ দেবী লাভ করেছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকার সম্মান।
- আশাপূর্ণা দেবী পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়েও অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান ১

১. "তাই মেসো শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছেন কদিন।" —মেসোর শ্বশুরবাড়িতে থাকার কারণ কী?

উঃ মেসোর কলেজে গরমের ছুটি চলছে। তাই তিনি ক-দিন শ্বশুরবাড়িতে এসে রয়েছেন।

২. "এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের।" —কোন্ বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল?

উঃ লেখকরা যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো অর্থাৎ তপনের বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকুর মতোই মানুষ, সেই বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল।

৩. "শুধু এইটাই জানা ছিল না," —কোন্‌টা জানা ছিল না?

উঃ নতুন মেসোকে দেখার আগে অবধি তপনের জানা ছিল না যে, তাদের মতো সাধারণ মানুষও লেখক হতে পারে।

৪. "এমন সময় ঘটল সেই ঘটনা।"—কোন্ ঘটনার কথা বলা হয়েছে?

উঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তপন দেখল তার ছোটোমাসি আর মেসো বেড়াতে এসেছেন এবং হাতে একটি 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকা। এখানে এই ঘটনার কথাই বলা হয়েছে।

৫. "পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?" —কোন্ ঘটনাকে অলৌকিক বলা হয়েছে?

উঃ তপনের গল্প সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। হাজার হাজার ছেলের হাতে সেই পত্রিকা ঘুরবে। এই ঘটনাকেই অলৌকিক বলা হয়েছে।

৬. "ক্রমশ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।"—কোন্ কথাটা ছড়িয়ে পড়ে?

উঃ তপনের লেখা গল্পটি তার নতুন মেসোমশাই সামান্য 'কারেকশন' করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই কথাটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

৭. "বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।" —কী কারণে তপনের বুকে রক্ত ছলকে উঠেছিল?

উঃ নতুন মেসোমশাই 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপাবেন বলে তপনের গল্পটি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকা হাতে ছোটোমাসি ও মেসোমশাইকে আসতে দেখে উত্তেজনায় তপনের বুকের রক্ত ছলকে উঠেছিল।

৮. "সূচিপত্রেও নাম রয়েছে।"—কোন্ সূচিপত্রে কার, কীভাবে নাম ছিল?

উঃ 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকার সূচিপত্রে তপনের নাম ছিল। সেখানে লেখা ছিল "'প্রথম দিন' (গল্প) শ্রী তপন কুমার রায়।"

৯. "শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন"—তপন কী সংকল্প করেছিল?

উঃ তপন সংকল্প করেছিল যে, যদি কখনও সে লেখা ছাপতে চায়, তবে সে নিজে গিয়ে সম্পাদকের দফতরে লেখা জমা দিয়ে আসবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলি

প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান ৩

১. "রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই।"—প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

উঃ গল্পে দেখা যায় ছোট্ট তপন তার লেখক মেসোকে দেখে স্থির করে সেও লেখক হবে। তাই গরমের

ছুটিতে আনা হোমটাস্কের খাতায় লিখে ফেলে একখানি গল্প। মনে মনে স্থির করে গল্পটা তার লেখক মেসোকে দেখাবে। ছোটোমাসিকে দেখানোমাত্রই গল্পটা তার লেখক মেসোর কাছে পৌঁছোয়। সে মনে করেছিল একজন লেখক তার লেখার প্রকৃত মূল্য বুঝবে। আর এই প্রসঙ্গেই উক্ত উক্তির অবতারণা।

২. "পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?"—কোন্ ঘটনাকে অলৌকিক বলা হয়েছে? অলৌকিক বলার কারণ কী?

উঃ 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে বালক চরিত্র তপন বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার দিনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে একটি গল্প লেখে। গল্পটি অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ছোটো মেসো পড়ে প্রশংসা করেন ও ছাপিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দেন। বেশ কিছুদিন বাদে তপন যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল তখন মেসো 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপিয়ে নিয়ে আসেন তপনের গল্পটি। এই চমকপ্রদ ঘটনাই অলৌকিক বলে মনে হয়েছে তপনের।

গল্পলেখকরা যে পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই হয়, এই ধারণাটা বালক তপনের ছিল না। লেখক মেসোকে দেখে তপনের ভুল ভাঙে। তাঁর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে নিস্তব্ধ দুপুরে তেতলার সিঁড়িতে বসে তপন লিখে ফেলে প্রথম গল্প। গল্পটি লেখক মেসো পড়ে প্রশংসা করেন এবং সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় ছাপিয়েও আনেন। তপনের কাছে এই ঘটনা এতটাই অবিশ্বাস্য ছিল যে তার মনে হয়েছিল জীবনে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

৩. "পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?"— কে এমন কেন ভেবেছিল?

উঃ এই ভাবনা আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের মূল চরিত্র তপনের।

তপন স্বপ্ন দেখত সে একদিন গল্প লিখবে, তার লেখা ছাপা হবে কোনো পত্রিকায়। তা হাজার হাজার পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে। নতুনমেসো তার প্রথম লেখা গল্পটি ছাপিয়ে দেবার কথা বললেও তা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি তপন। কিন্তু যখন একদিন নতুনমেসো তাদের বাড়ি এলেন, তপনের হাতে "সন্ধ্যাতারা" পত্রিকাটি দিলেন এবং তপন সেই পত্রিকায় ছাপা হওয়া গল্পটি দেখল, এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় অভিভূত তপন অদ্ভুত আনন্দে, উত্তেজনায় আপ্লুত হয়ে একথা ভেবেছিল।

৪. "গভীরভাবে সংকল্প করে তপন"—তপন কী সংকল্প করে? তার এরূপ সংকল্পের কারণ কী?

উঃ আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'জ্ঞানচক্ষু' গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশটিতে তপন সংকল্প করে যদি সে এরপর কোনোদিন গল্প ছাপতে দেয় তাহলে সে নিজে গিয়ে দেবে।

তপনের যে গল্পটি 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তা তপনের নিজের লেখা ছিল না। নতুন মেসো আগাগোড়া গল্পটিকে নতুন করে লিখে দিয়েছিলেন, যা দেখে তপন অপমানিত এবং মর্মাহত হয়। এইজন্য সে এই সংকল্প করেছিল।

বিশ্লেষণধর্মী/বর্ণনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান ৫

১. 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে কীভাবে তপনের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়েছিল লেখো।

উঃ এক বালক তপনের লেখক হবার স্বপ্ন, আর সে স্বপ্ন সফল হলেও আখেরে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা—এই নিয়েই আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি। 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে দেখা যায় গল্প পড়তে খুব ভালোবাসে তপন। লেখক হবে স্বপ্ন দেখে সে। তবে বইয়ের পাতা থেকেই সাহিত্য আর সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার পরিচয়। লেখালেখির জগত সম্পর্কে ছোট্টো তপনের তেমন কোনো ধারণা নেই। ছোটোমাসির বিয়ে উপলক্ষ্যে মামাবাড়িতে গিয়ে সে যখন জানতে পারে যে তার ছোটোমেসো একজন লেখক, ভীষণ অবাক হয় তপন। ভাবে তবে 'লেখক' মানে কোনো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়, তপনদের মতোই মানুষ। তাহলে সে-ও তো লেখক হতে পারে!

সেদিন দুপুরবেলাতেই তপন লিখে ফেলে তার স্কুলে ভরতি হবার দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা গল্প। লেখকের মেসো গল্পটি পড়ে জানান যে একটু 'কারেকশান' করে দিতে পারলেই তা 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হতে পারবে। কিছুদিন পর ছাপা হয় গল্পটি। তপনের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু গল্পটি পড়তে গিয়ে সে দেখে তার নিজের লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির কোনো মিল নেই। তা আগাগোড়া মেসোরই লেখা। লজ্জায়, অপমানে কান্না পায় তপনের। মনে হয় এর চেয়ে না প্রকাশিত হওয়াই বোধহয় ভালো ছিল। কারণ তপন লেখক হবার খ্যাতি চায়নি, চেয়েছিল তার সৃষ্টিকে প্রকাশিত, সমাদৃত হতে দেখার আনন্দ পেতে। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় কখনও সে যদি লেখা ছাপতে দেয় তো সে নিজে গিয়ে দেবে। কারোর বদান্যতায় পাওয়া স্বীকৃতিতে যে কোনো গৌরব নেই, আনন্দ নেই তা বুঝতে পারে তপন। উন্মোচিত হয় তার জ্ঞানচক্ষু, যার অর্থ হল 'প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ'।

২. "তার থেকে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের!"—কার, কখন একথা কেন মনে হল তা আলোচনা করে লেখো।

উঃ আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটির থেকে উদ্ধৃত এই অংশটিতে 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় প্রকাশিত তার নিজের লেখাটি পড়বার পর এ কথা মনে হয়েছে তপনের।

'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটি আসলে বালক তপনের লেখক হবার স্বপ্ন সফল হলেও আখেরে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার গল্প। গল্পে দেখা যায় যে গল্প পড়তে খুব ভালোবাসে তপন। সে স্বপ্ন দেখে লেখক হবার। তবে বইয়ের পাতার বাইরে লেখালেখির জগত সম্পর্কে ছোট্টো তপনের কোনো ধারণা নেই। ছোটোমাসির বিয়ে উপলক্ষ্যে মামাবাড়িতে গিয়ে যখন সে জানতে পারে যে তার ছোটোমেসো একজন লেখক, অবাক হয়ে তপন ভাবে, লেখকরাও তবে তপনদের মতোই মানুষ, চাইলে সেও তো গল্প লিখতে পারে। এই ভেবে সেদিন দুপুরবেলাতেই তপন লিখে ফেলে তার স্কুলে ভরতি হবার দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তার প্রথম গল্প। লেখক মেসো গল্পটি পড়ে জানান যে একটু 'কারেকশান' করে দিতে পারলেই তা 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হতে পারে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর গল্পটি যখন ছাপা হয়ে আসে, তপনের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু গল্পটি পড়তে গিয়ে সে দেখে তার নিজের লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির কোনো মিল নেই। তা আগাগোড়া মেসোরই লেখা। সবাই বলে যে মেসোমশাই এর জন্যই তার লেখা ছাপা হতে পেরেছে, নইলে সম্পাদক তা ছুঁয়েও দেখত না। লজ্জায়, অপমানে কান্না পায় তপনের। কারণ তপন লেখক হবার খ্যাতি চায়নি, চেয়েছিল তার সৃষ্টিকে প্রকাশিত, সমাদৃত হতে দেখার আনন্দ পেতে। এরপর সে প্রতিজ্ঞা করে ভবিষ্যতে সে যদি কখনও লেখা ছাপতে দেয় তবে সে নিজে গিয়ে দেবে। যাতে নিজের লেখা গল্প পড়তে বসে অন্যের লেখা না পড়তে হয়। না শুনতে হয় যে কেউ তার লেখা ছাপিয়ে দিয়েছে। কারণ "তার থেকে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের!"

৩. "শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন।" – মুহূর্তটি কেন দুঃখের? এই দুঃখবোধ থেকে বক্তা কী সংকল্প গ্রহণ করেছিল?

উঃ আশাপূর্ণা দেবীর 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পটিতে তপনের লেখক হবার স্বপ্ন, আর সে স্বপ্ন সফল হলেও আখেরে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে দেখা যায় লেখক হবার স্বপ্ন দেখে সাহিত্যপ্রেমী তপন। তার লেখক ছোটোমেসোকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে একটা গল্প লিখেও ফেলে সে। মেসো গল্পটি পড়ে জানান যে একটু 'কারেকশান' করে দিতে পারলেই তা 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপা হতে পারবে। কিছুদিন পর যখন ছাপা হয় গল্পটি তপন দেখে তার নিজের লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির কোনো মিল নেই। তা আগাগোড়া মেসোরই লেখা। সবাই বলে যে মেসোমশাই-এর জন্যই নাকি তার লেখা ছাপা হতে পেরেছে, নইলে সম্পাদক তা ছুঁয়েও দেখত না। তাই যে মুহূর্তটি তার সবচেয়ে আনন্দের হতে পারত, তা-ই হয়ে ওঠে দুঃখের মুহূর্ত।

এই ঘটনায় লজ্জায়, অপমানে কান্না পায় তপনের। তার মনে হয় এর চেয়ে তার গল্প না প্রকাশিত হওয়াই ভালো ছিল। কারণ তপন লেখক হবার খ্যাতি চায়নি, চেয়েছিল তার সৃষ্টিকে প্রকাশিত, সমাদৃত হতে দেখার আনন্দ পেতে। তার এই দুঃখবোধ থেকে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় সে যদি কখনও লেখা ছাপতে দেয় তো সে নিজে গিয়ে দেবে। তাতে সে লেখা ছাপা হোক আর না-ই হোক। কারণ কারোর বদান্যতায় পাওয়া স্বীকৃতিতে যে কোনো গৌরব নেই, আনন্দ নেই তা বুঝতে পারে তপন। তার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকার পরামর্শ

তোমরাও নিজেদের মতো করে সবসময় কিছু লেখার চেষ্টা করো। আর কখনও ভুলেও তপনের নতুন মেসোমশাইয়ের মতো কার্যকলাপ করে বসো না।

বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন

১. 'আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন'—কেন?
২. 'সত্যই তপনের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনটি এল আজ'—প্রসঙ্গসহ লেখো।
৩. তপন চরিত্রটি 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের নায়ক চরিত্র বলা যায় কিনা লেখো।
৪. 'পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে'—ব্যাখ্যা করো।
৫. 'একাসনে বসে লিখেও ফেলল আস্ত একটা গল্প'—এই অনুভূতিটি বিবেচনা করো।

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: দশম

বিষয়: বাংলা

জ্ঞানচক্ষু

সময় : ৫০ মিনিট **পূর্ণমান: ২৫**

১। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: **১ × ৬ = ৬**

১.১ 'প্রথমদিন' গল্পটির লেখক কে?
(ক) মেসোমশাই (খ) শ্রী তপনকুমার রায় (গ) তপন বসু (ঘ) তপন বিশ্বাস

১.২ তপনের মেসোমশাই কোন্ পত্রিকার সম্পাদককে চিনতেন?
(ক) আনন্দমেলা (খ) দেশ (গ) সন্ধ্যাতারা (ঘ) শুকতারা

১.৩ 'সেই বই নাকি ছাপাও হয়' কার লেখা বই?
(ক) তপনের নতুন মেসোর লেখা (খ) তপনের লেখা
(গ) ছোটো মাসির (ঘ) আশাপূর্ণা দেবীর

১.৪ 'তপনের হাত আছে' কথাটির অর্থ কী?
(ক) হস্তাক্ষর (খ) ভাষার দখল (গ) হাতাহাতি (ঘ) জবরদস্তি

১.৫ তপন তার প্রথম গল্পটি কোন্ সময় লিখেছিল?
(ক) সকালবেলা (খ) দুপুরবেলা (গ) বিকেলবেলা (ঘ) রাত্রিবেলা

১.৬ 'তপন প্রথমটা ভাবে ঠাট্টা, কিন্তু যখন দেখে মেসোর মুখে করুণার ছাপ, তখন আহ্লাদে কী হয়ে যায়?
(ক) আনন্দিত (খ) দুঃখিত (গ) কাঁদো কাঁদো (ঘ) বিহ্বল

২। কম-বেশি ২০টি শব্দের মধ্যে লেখো। **১ × ৫ = ৫**

২.১ 'সংকল্প করে তপন' কী সংকল্প?

২.২ 'সূচিপত্রেও নাম রয়েছে' সূচিপত্রে কী লেখা ছিল?

২.৩ 'কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল'। চোখ মার্বেল হয়ে যাওয়ার অর্থ কী?

২.৪ 'তাই এই ভয়ানক আনন্দের খবরটা ছোটোমাসিকে সর্বাগ্রে দিয়ে বসে'। তপন কেন তার গল্প লেখার খবর সবার আগে তার ছোটোমাসিকে দিয়েছিল?

২.৫ 'একাসনে বসে লিখেও ফেলল আস্ত একটা গল্প'— একাসনে বসার দরকারটি বুঝিয়ে দাও।

৩। অনধিক ৬০টি শব্দে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **৩ × ৩ = ৯**

৩.১ 'জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল' কীভাবে? ৩

৩.২ 'সবচেয়ে দুঃখের দিন'— কার? কেন? ১ + ২ = ৩

৩.৩ 'ওর চিরকালের বন্ধু'।— কে কার চিরকালের বন্ধু? সে কাকে, কেন আনন্দের খবর জানিয়েছিল? ১ + ২ = ৩

৩.৪ 'বুকের রক্ত ছলকে ওঠে তপনের।' — কেন তার এই পরিস্থিতি?

৪। কম-বেশি ১৫০টি শব্দে একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। **১ × ৫ = ৫**

৪.১ 'পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে'। — কোন্ ঘটনাকে 'অলৌকিক' বলা হয়েছে? কেন এই ঘটনাকে অলৌকিক মনে করা হল? ২ + ৩ = ৫

৪.২ 'রত্নের মূল্য জহুরির কাছেই'— 'রত্ন' ও 'জহুরি' বলতে কী বোঝ? উদ্ধৃত উক্তিটির তাৎপর্য লেখো। ২ + ৩ = ৫

এই অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে Learning App-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের Model Answer ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে